দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 SEP 1992 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

22

সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ জারি

বাসস॥ প্রেসিডেন্ট গতকাল (বুধবার) সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ জারি করিয়াছেন। অতিরিক্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সকল জেলায় বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের অপরাধসমূহ দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে এই অধ্যাদেশে। সন্ত্রাসী তৎপরতা দমন অধ্যাদেশ ১৯৯২ নামে অভিহিত অধ্যাদেশটি জাতীয় সংসদ অধিবেশনে না থাকায় এবং দেশে সন্ত্রাস দমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস সংবিধানের ৯৩ (১) ধারা অনুযায়ী অধ্যাদেশটি জারি করেন। গেজেটটি গত মঙ্গলবার ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। অপরাধসমূহ হইতেছে বলপূর্বক চাঁদা আদায়, সকল ধরনের যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা, ইচ্ছাকৃতভাবে যানবাহন ভাংচুর এবং অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, টাকা, মূল্যবান দ্রব্য অথবা যানবাহন ছিনতাই, মেয়েদের উত্যক্ত করা, নারী ও শিশু অপহরণ, নৈরাজ্য সৃষ্টি ও লোকজনকে ভীতি প্রদর্শন, টেন্ডারের কাগজপত্র ক্রয় ও জমাদানে বাধা সৃষ্টি। সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশের আওতায় দোষী ব্যক্তিদের মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন অথবা ৫ হইতে ২০ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড প্রদান করা হইবে। ইহাছাড়া জরিমানাও করা যাইবে। প্রত্যেক জেলা সদরে অবসরপ্রাপ্ত একজন সেশন জজ অথবা অতিরিক্ত সেশন জজের নেতৃত্বে এক বা একাধিক ট্রাইবুনাল গঠন করা হইবে। প্রয়োজনে সরকার একজন সেশন জজ অথবা অতিরিক্ত সেশন জজকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে ট্রাইবুনালের দায়িত্ব দিবেন। এ সকল নিয়োগ গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে করা হইবে। প্রতিটি ট্রাইবুনাল থাকিবে জেলা সদরে তবে সরকার নির্দেশ দিলে উহা অপর যেকোন স্থানে বিচারানুষ্ঠান করিতে পারিবে। এজাহার দায়েরের ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিটি মামলার তদন্ত সম্পন্ন করিতে হইবে। অনিবার্য কারণে এই সময়সীমা ট্রাইবুনালের অনুমোদনক্রমে ১৫ দিন বাড়ানো যাইবে। মামলা গ্রহণের পর ৬০ দিনের মধ্যে ট্রাইবুনাল বিচার সম্পন্ন করিবে। অনিবার্য কারণে এই সময়সীমা আরও ৩০ দিন বাড়ানো যাইবে। সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশের আওতায় অপরাধসমূহ বিচারালয়ের দৃষ্টির অন্তর্গত হইতে হইবে। অপরাধ দন্ডবিধিতে বিপরীত ধারা থাকিলেও এই অধ্যাদেশের আওতায় অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তদন্তের পর্যায়ে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা ট্রাইবুনাল অথবা আপীল আদালত অথবা অপর কোন আদালত জামিন মঞ্জুর করিবে না। (২২শ পৃঃ দ্রঃ)

অধ্যাদেশ

(১ম পৃঃ পর)

একটি মামলার বিচার ট্রাইবুনালে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন চলিবে। ট্রাইবুনাল যদি মনে করে ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিচার কার্য মুলতবী করা প্রয়োজন তবে ৭ দিনের বেশী মুলতবী করা যাইবে না। শাস্তি অথবা মুক্তিদানের বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ৩০ দিনের মধ্যে এ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে আবেদন করিতে পারিবেন। সরকার অধ্যাদেশের আওতায় সন্ত্রাসী অপরাধ দমনের জন্য এক বা একাধিক আপীল ট্রাইবুনাল গঠন করিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের দুইজন বর্তমান অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য একজন জেলা জজকে লইয়া ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে।